MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
অনলাইন বুলেটি-৩
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র । জুন ২০২০

ধনী তোষণের বাজেট সংশোধন কর

শ্রমজীবিদের কর্মসংস্থান, আবাসন, খাদ্য, চিকিৎসাও নিরাপত্তায় বরাদ্দ বাড়াও, লে-অফ, ছাঁটাই নয়, অপচয়-দুর্নীতি বন্ধ কর - সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

ধনীদের দয়ায় দরিদ্র শ্রমজীবীদের জীবনধারণ–এই নীতিতে প্রণীত ২০২০-২১ সালের সংসদে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে দেশের শ্রমজীবী মানুষের দাবির কোন প্রতিফলন না থাকায় পাশের পূর্বে প্রস্তাবিত বাজেট সংশোধন করে শ্রমজীবীদের রেশন, আবাসন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বিমা, কর্মসংস্থান, বিদেশ প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন এবং করোনায় কর্মহীনদের সহায়তার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো, অপচয়-দুর্নীতি বন্ধ করে শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং লে-অফ, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৫ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এবং একই সময়ে সারাদেশের জেলা-উপজেলা-শিল্পাঞ্চলে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এর সঞ্চালনায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সহ-সম্পাদক ইমাম হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, সংহতি জানান সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি আল কাদেরি জয়, ছাত্রনেতা রিয়াজ মাহমুদ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনা দুর্যোগে সারাদেশে শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে অর্ধাহার-অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় চরম অসহায়ত্বের মধ্যে দিনযাপন করছে। প্রবাসী শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে অসহায় অবস্থায় দেশে ফিরে আসছে। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। মালিকরা দায়িত্বশীল আচরণের পরিবর্তে মুনাফা নিশ্চিত করতে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। সেই সময়ও একদিকে ভ্যাট থেকে প্রধান আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরে, মোবাইল ফোন ব্যবহারে বাড়তি শুল্ক আরোপ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের পকেট কেটে টাকা নেওয়া আর প্রণোদনার নামে মালিকদের পকেটে টাকা দেওয়ার নীতিতেই প্রস্তাবিত বাজেট প্রণীত হয়েছে। সরকারের শিল্প ও শ্রমিক তথা উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজে সহায়তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু টাকা নিয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। দেশের সম্পদ লুট করে ধনী হওয়া শিল্প মালিক, ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করে শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা করার পরিবর্তে ব্যাক্তি পর্যায়ের কর হারের উর্ধসীমা ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে, করপোরেট করহার দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ কমানো হয়েছে, উৎসে করের হার অর্ধেক করা হয়েছে, হাজার-হাজার কোটি টাকার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের উপর কোন সম্পদ কর প্রস্তাব করা হয়নি, পরিচালন বাজেটের ১৩.৯ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রণোদনা আর ভর্তুকির জন্য যা মূলত, ধনী মালিকদের পকেটেই যাবে। অথচ শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দুটি মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫০ কোটি এবং ৬৪১ কোটি টাকা যা ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেটের মাত্র .১৭ শতাংশ। আর করোনা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীদের জন্য বিশেষত মোট শ্রম শক্তির ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিতক খাতের শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্মসংস্থান, রেশন, আবাসন, চিকিৎসা, স্বস্থ্য বিমা কিংবা করোনার কারণে কর্মহীন সময়ে সহায়তার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ করা হয়নি। করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সহায়তার জন্য ইতিপূর্বে ঘোষিত ৭৬০ কোটি টাকা এখনও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়নি আর প্রস্তাবিত বাজেটেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মহীনতার সময়ে সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়নি। অর্থাৎ সরকার লুটেরা ধনীদের আরও ধনী করতে অবাধ শ্রম শোষণের সুযোগ তৈরি করতে এবং দ্ররিদ্র কে শুধুমাত্র শ্রম পুণঃউৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, শ্রমজীবী মানুষ সরকারের কাছে মানুষ হিসাবে বিবেচ্য নয় ২০২০-২১ সালের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট তাই প্রমাণ করে।

নেতৃবৃন্দ, অবিলম্বে শ্রমজীবীদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে বাজেট সংশোধনের আহবান জানিয়ে বলেন, আমলাতন্ত্র আর ধনীদের সেবার বাজেটের পরিবর্তে জনগণের বাজেট প্রণয়ন করুন।